এখনই কোনো দলে নয় শোভন–বৈশাখী

কলকাতা, ১৩ মার্চ (সংবাদ) ঃ তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার বার্তা দিলেন দুজনেই। কিন্তু এই মুহূর্তেই অন্যকোনো দলে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা যে তাঁদের নেই, তা স্পষ্ট করলেন প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। এতে বৈশাখীর বিজেপি প্রার্থী হওয়া এবং শোভনের দলত্যাগ সম্পর্কে জল্পনায় আপাতত ইতি পড়ল বলে মনে করা হচ্ছে। তাতে কিছুটা স্বস্তিতে তৃণমূল নেতৃত্ব। শোভন বা বৈশাখী, দুজনের কেউই বিজেপির হয়ে প্রচারে নামলে জবাব দিতে হত তৃণমূলকে। আপাতত সেই বিড়ম্বনা এড়ানো গেল। অন্যদিকে, তৃণমূল শিবিরে ফাটল ধরাতে বিজেপির চেষ্টা কার্যত মাঠেমারা গেল বৈশাখী ও শোভনের ক্ষেত্রে। প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার আগে শোভন–বৈশাখীর মন্তব্য বিজেপির কাছে একটি বড়ো ধাক্কা সন্দেহ নেই। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে শোভনের বান্ধবী বলেন, ‘গত বছরই আমাদের সঙ্গে তৃণমূলের সম্পর্ক পুরোপুরি শেষ হয়ে গিয়েছে।’ তা সত্ত্বেও যে এখনই তিনি অন্য কোনো দলে যাচ্ছেন না, তা বারে বারে স্পষ্ট করেন বৈশাখী। তাঁর বক্তব্য, ‘গত ২ মার্চ বিজেপির এক নেতা আমাকে ফোন করেছিলেন। তিনি আমাকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমি সরাসরি হ্যাঁ, না কিছু ভেবে দেখব বলে জানিয়েছিলাম। আমি এখনই কোনো দলে যাচ্ছি না। তার মানে এই নয় যে, ভবিষ্যতেও কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমি যুক্ত হব না।’ বলা প্রয়োজন, বৈশাখীকে ফোন করেছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা মুকুল রায়। তিনিই বৈশাখীকে বিজেপির প্রার্থী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বৈশাখী অবশ্য এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে মুকুলের নাম মুখে আনেননি। দক্ষিণ কলকাতায় প্রাক্তন মেয়র তথা প্রাক্তন পুরমন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতেই ওই সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছিলেন তিনি। বিজেপিতে না গেলে তাঁরা অন্য কোন দলে যাবেন, সেটা কিন্তু স্পষ্ট করেননি দুজনের কেউই। তবে, তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৈশাখীর সাংবাদিক বৈঠক শেষ হওয়ার পর বাইরে শোভন চট্টোপাধ্যায় সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্রকে উদ্দেশ্য করে ধন্যবাদ জানান। দু’দিন আগে রায়চকে বেড়াতে গিয়ে হেনস্তার মুখে পড়েছিলেন শোভন ও বৈশাখী। সেদিন এর প্রতিবাদ করে টুইট করেছিলেন সূর্যকান্ত। সেজন্যই শোভন তাঁকে উদ্দেশ্য করে কৃতজ্ঞতা জানান। শোভনের বক্তব্য, ‘পশ্চিমবঙ্গে শুধু তৃণমূল আর বিজেপি নয়, আরও অনেক রাজনৈতিক দল আছে। কিন্তু আমি এখন কোনো দলের সঙ্গেই যুক্ত হচ্ছি না।’ সূর্যকান্ত মিশ্র টুইটে প্রতিবাদ করলেও বৈশাখী সাংবাদিক বৈঠকে রায়চকে হেনস্তার পিছনে কারা যুক্ত, তা স্পষ্ট করেননি। তিনি বলেন, ‘দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৩০ বছর কাজ করেছি। সেখানে গিয়ে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার সঙ্গে যদি আমার আগের দলের সমর্থকদের সত্যি কোনো সম্পর্ক থেকে থাকে তাহলে আমি মর্মাহত। এই ঘটনা অনভিপ্রেত।’ তিনি শোভনের রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রভাব বিস্তার করছেন বা বাধা দিচ্ছেন কিনা জানতে চাইলে বৈশাখী বলেন, ‘এমন ভাব করা হচ্ছে যেন, শোভনবাবু বয়সে আমার মেয়ের চেয়েও ছোটো। তিনি যদি কোনো প্রার্থীর হয়ে ভোটের প্রচারে যেতে চান, যেতেই পারেন। সে বিষয়ে তাঁর পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে।’

আমি এখনই কোনো দলে যাচ্ছি না। তার মানে এই নয় যে, ভবিষ্যতেও কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আমি যুক্ত হব না।

রাজ্যে শুধু তৃণমূল আর বিজেপি নয়, অনেক দল আছে। আমি এখন কোনো দলের সঙ্গেই যুক্ত হচ্ছি না।

নিহত বিধায়কের স্ত্রীকে প্রার্থী রানাঘাটে

মতুয়া ভোট নিয়ে স্বস্তিতে তৃণমূল

কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ রূপালি বিশ্বাসকে রানাঘাটে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। রানাঘাট কেন্দ্রে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। রূপালি সদ্য নিহত কৃষ্ণগঞ্জের বিধায়ক সত্যজিৎ বিশ্বাসের স্ত্রী। লোকসভা ভোটে দল যে তাঁকে প্রার্থী করবে তা তিনি কল্পনা করতে পারেননি। টিভি দেখে প্রার্থী হওয়ার কথা জানতে পারেন। তৃণমূল প্রচার করছে, রানাঘাট আসনে তাঁকে প্রার্থী করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাস্টারস্ট্রোক দিয়েছেন। কিন্তু কেন? সেটা স্পষ্ট তৃণমূলের বেশ কয়েকজন নেতার কথায়। ওই এলাকায় কয়েকবছর ধরে বিজেপির সংগঠন বাড়ছে। রূপালিকে প্রার্থী করার অন্যতম কারণ হল মতুয়া ভোটকে পক্ষে রাখা। কেননা, বিজেপি ওই ভোটে ক্রমে থাবা বসাচ্ছে। তৃণমূলের একজন রাজ্যসভা সাংসদ বলেন, ‘অনেকদিন ধরে বিজেপি মতুয়াদের কাছে টানার চেষ্টা করছে। এবার রানাঘাট আমাদের পক্ষে কঠিন আসন ছিল। তবে রূপালি প্রার্থী হওয়ায় তৃণমূল গতবারের ব্যবধান ধরে রাখতে পারবে বলে মনে হচ্ছে।’ তিনি বলেন, ‘গত কয়েকবছরে রানাঘাটে তৃণমূলের সংগঠন মজবুত করার পিছনে সত্যজিৎ–এর সবচেয়ে বেশি অবদান ছিল। বিধায়ক হওয়ার আগে থেকেই ওঁর সঙ্গে দলের কর্মী ও সাধারণ মানুষের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। মতুয়াদের সঙ্গে তৃণমূলের তরফে সত্যজিৎ–ই যোগাযোগ রাখতেন। বেঁচে থাকলে এবার ওরই এই আসনে প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।’

জেলা তৃণমূলের এক নেতা বলেন, ‘কংগ্রেস–সিপিএম দুর্বল হলেও পঞ্চায়েত ভোটের সময় থেকে বিজেপি এখানে প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছে। কৃষ্ণনগর আসনে আগে থেকেই বিজেপির জোরালো সংগঠন রয়েছে। এবার রানাঘাটেও তারা ভোট বাড়ানোর চেষ্টা করছে। রূপালি প্রার্থী হওয়ায় বিজেপির উপর চাপ বাড়ল।’রানাঘাটের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ মতুয়া সম্প্রদায়ের। তৃণমূলের তরফে নদিয়ার মতুয়াদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়িত্বে ছিলেন সত্যজিৎ। তাঁর স্ত্রীকে প্রার্থী করায় ওই ভোট নিজেদের দিকে টানার ব্যাপারে আশাবাদী তৃণমূল। ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে রানাঘাট আসনে ২ লক্ষের বেশি ভোটে জিতেছিলেন তাপস মণ্ডল। তাঁর জয়ের পিছনে মতুয়া ভোটের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে মনে করা হয়। সম্প্রতি বড়োমা বীণাপাণি দেবীর মৃত্যুর পর মতুয়া ভোট পেতে নতুন উদ্যমে ময়দানে নেমেছে বিজেপি। উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়ায় মতুয়াদের মন জয়ের চেষ্টা করছে গেরুয়া শিবির। বুধবার কালীঘাটে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন রূপালি। তাঁকে আলাদা ভাবে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন মমতা নিজে। সূত্রের খবর, বিধানসভা ভোটের সময় থেকেই নদিয়ায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে ক্ষুব্ধ তৃণমূল সুপ্রিমো। সেবার জেলায় ভালো ফল করেছিল কংগ্রেস। পরে অবশ্য রানাঘাটের দাপুটে কংগ্রেস নেতা শংকর সিং অনুগামীদের নিয়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। রাজ্যসভার এক সাংসদ বলেন, ‘সত্যজিতের মৃত্যুর পরেই সম্ভবত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রূপালিকে সাংসদ করার কথা ভেবেছিলেন। কিছুদিন আগে কৃষ্ণনগরে সত্যজিতের স্মরণসভায় নদিয়ায় তৃণমূলের পর্যবেক্ষক পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, রূপালি রাজনীতিতে আসতে চাইলে তিনি স্বাগত। তখনই রূপালিকে নিয়ে শীর্ষ নেতৃত্বের মনোভাব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।’

২৮ মার্চ ২৫ বছরে পা দেবেন সদ্য স্বামীহারা রূপালি। লোকসভা ভোটে মনোনয়ন জমা দিতে হলে আবেদনকারীর অন্তত ২৫ বছর বয়স হতে হয়। রূপালির নাম ঘোষণার সময় মমতা বলে, ‘ওর এখনও প্রার্থী হওয়ার বয়স হয়নি। তবে যখন মনোনয়ন জমা দেবে তখন ২৫ বছর হয়ে যাবে।’ আর রূপালির বক্তব্য, ‘কঠিন পরীক্ষা। দল যে দায়িত্ব দেবে তা পালন করব।’ বুধবার থেকেই তাঁর সমর্থনে দেয়াল লেখা শুরু হয়ে গিয়েছে।

> ওর এখনও প্রার্থী হওয়ার বয়স হয়নি। তবে যখন মনোনয়ন জমা দেবে তখন ২৫ বছর হয়ে যাবে।
>
> *– মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী*

‘ভবিষ্যতের ভূত’ মামলায় সময় চাইল রাজ্য

কলকাতা, ১৩ মার্চ (সংবাদ) ঃ ‘ভবিষ্যতের ভূত’ ছবির প্রদর্শনী বন্ধের মামলায় রাজ্য সরকার সময় চাইল আদালতের কাছে। বুধবার এই মামলায় রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (এজি) কিশোর দত্ত ছিলেন না। সরকার আদালতের কাছে এদিনের জন্য শুনানি স্থগিত করার আবেদন জানায়। বিচারপতি দেবাংশু বসাক মামলাটি আগামী শুক্রবার শুনবেন বলে জানান।

সেন্ট্রাল সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র থাকা সত্ত্বেও এরাজ্যে প্রদর্শনী চলাকালীন হঠাৎই বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে বন্ধ হয়ে যায় ‘ভবিষ্যতের ভূত’ ছবিটি। ছবি বন্ধের কারণ জানতে পারেননি পরিচালক। এদিকে ছবিটি পুনরায় চালুর দাবিতে ঈশান মাধব দাস এবং বিদ্যুৎ সরকার নামে দুই সিনেমাপ্রেমী হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। বিচারপতি দেবাংশু বসাকের এজলাসে সরকার পক্ষ এদিন শুনানি স্থগিতের আর্জি জানায়।

জোট নিয়ে জেরবার সিপিএম

কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের আসন সমঝোতাকে গুরুত্ব দিতে চায় না বামফ্রন্ট শরিকরা। কংগ্রেসকে পুরুলিয়া ও বসিরহাট বা মেদিনীপুর আসনও ছাড়া সম্ভব নয় বলে ফরোয়ার্ড ব্লক এবং সিপিআই বুধবার আবার বামফ্রন্ট বৈঠকে সিপিএম–কে জানিয়ে দিল।

১৫ মার্চ বামফ্রন্টের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করার জন্য এদিন ফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর উপর চাপ সৃষ্টি করল তারা।

জটিল এই পরিস্থিতিতে সিপিএম নেতৃত্ব কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতার ব্যাপারে কী করবে সেই প্রশ্নের উত্তর এদিন ফ্রন্ট বৈঠকের পর অধরাই থেকে গেল। এদিন সমঝোতা নিয়ে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্রের সঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রর বৈঠক হয়েছে। তবে সেখানে কী আলোচনা হয়েছে তা জানা যায়নি।

কংগ্রেস আগেই সিপিএম–কে অনুরোধ করেছে সমঝোতার বিষয়টি শনিবার পর্যন্ত আলোচনায় থাকুক। ওই দিনের মধ্যে তা নিষ্পত্তি হয়ে যাবে এবং প্রার্থীতালিকা রবিবারের মধ্যে চূড়ান্ত করে প্রকাশ করা হোক।

একদিকে কংগ্রেসের অনুরোধ এবং অন্যদিকে বামফ্রন্ট শরিকদের তালিকা প্রকাশের দাবি, দু’য়ে মিলে অস্বস্তিকর অবস্থায় সিপিএম। শরিকরা এবার কোনো অবস্থাতেই তাদের অবস্থান থেকে সরতে নারাজ। সামগ্রিক অবস্থা জটিল হচ্ছে দেখে চিন্তিত সিপিএম নেতৃত্ব। এখনও দলের প্রার্থী তালিকাও চূড়ান্ত করতে পারেনি সিপিএম। বৃহত্তর বামফ্রন্টের ছোটো তিনদল আবার তিনটি আসন চেয়েছে সিপিএমের কাছে।

বাহা বোঙ্গা আদিবাসীদের বসন্ত বন্দনার আরেক নাম। প্রকৃতি পুজোর মাধ্যমে এই উৎসবে মেতে উঠেছে আদিবাসী সম্প্রদায়। ছবি ঃ ইন্দ্রজিৎ রায়

জোরকদমে প্রচার শুরু তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জোরকদমে প্রচার শুরু করল তৃণমূল কংগ্রেস। এমনিতেই দেয়াল দখলে অনেকটাই এগিয়েছিল এই দল। মঙ্গলবার প্রার্থীতালিকা ঘোষিত হওয়া মাত্র শুরু হয়ে গিয়েছে প্রার্থীদের নাম সহ প্রচার। বিজেপি, কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের প্রার্থী তালিকা এখনও ঘোষিত হয়নি। তবে বেশ কিছু কেন্দ্রে সম্ভাব্য প্রার্থীদের সমর্থনে দেয়াল লিখন শুরু হয়েছে। ফাল্গুন মাসেই এবার ভালোই গরম পড়েছে। তাই প্রচার নিয়ে চিন্তিত সব পক্ষই। দেয়াল লিখন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের সতর্কতা সত্ত্বেও একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদগার, ব্যঙ্গ–বিদ্রুপ কিছুই বাদ যাচ্ছে না। দক্ষিণ কলকাতায় এদিন দলীয় প্রার্থী মালা রায়ের নির্বাচনি প্রচারে তুলি হাতে নেন বর্ষীয়ান মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। সুব্রতবাবু নিজেও এবার বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী। দক্ষিণ কলকাতা থেকে মালা রায়ই জয়ী হবেন বলে জানান তিনি। দীর্ঘদিনের জনপ্রতিনিধি হিসেবে এলাকায় জনপ্রিয় মালা রায়–এর জয় নিয়ে কোনো সংশয় নেই তাঁর। সুব্রতবাবু জানান, নিজের কেন্দ্রে (বাঁকুড়া) প্রচারে যাবেন। তিনি এখানেও আসবেন। তৃণমূল প্রার্থী তালিকায় এবার বড়ো চমক রুপোলি পর্দার দুই জনপ্রিয় নায়িকা মিমি চক্রবর্তী ও নুসরত জাহান। যাদবপুর ও বসিরহাট কেন্দ্রে ইতিমধ্যেই তাঁদের হয়ে জোরকদমে প্রচার শুরু করেছেন দলীয় কর্মী–সমর্থকরা। প্রতিবারের মতো এবারও দলের প্রচারের মূল মুখ ও আকর্ষণ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোথায়, কবে তিনি যাবেন তা নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে। সকলেই চান মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কেন্দ্রে প্রচার করুন। এলাকার নেতা’ কর্মী, সমর্থকরা যাতে দলীয় প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে নামেন তার উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।

হলদিয়ায় দিলীপ

হলদিয়া, ১৩ মার্চ ঃ বুধবার হলদিয়া এলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এদিন শিল্প শহর হলদিয়ার টাউনশিপে দলের কর্মী সম্মেলনে দিলীপবাবু যোগ দেন। লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হওয়ার পর তাঁর পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় আসা নিয়ে জেলা নেতৃত্বের মধ্যে তৎপরতা তুঙ্গে। এদিন হলদিয়া টাউনশিপের বিবি ঘোষ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত কর্মীসভায় যোগ দিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, ‘সমস্ত দল থেকে এমএলএ, নেতা–কর্মীরা বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য ভিড় করছেন। তৃনমূলকে মাত্র ৪২টি আসন ঘোষণা করতে হয়েছে। তাই তারা চটজলদি ঘোষণা করেছে। আমাদের ৫৪৩টি আসনে প্রার্থী দিতে হবে। তাই একটু সময় লাগবে।’ এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি সায়ন্তন বসু, লোকসভা পালক তুষার মুখোপাধ্যায়, তমলুক সাংগঠনিক জেলা সভাপতি প্রদীপকুমার দাস, জেলার সাধারণ সম্পাদক নবারুণ নায়ক, জেলা বিজেপির পর্যবেক্ষক নীলাঞ্জন অধিকারী সহ রাজ্য ও জেলার নেতৃত্ব।

রিকশায় পাকিস্তানে গড়িয়ার সত্যেন

কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই। ওয়াঘা পারে কামান নয় বরং ব্যাটবলে লড়াই হোক। এমনই বার্তা দিতে পাকিস্তানে যাচ্ছেন দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়ার সত্যেন দাস। পেশায় রিকশাচালক। দিন আনা দিন খাই পরিস্থিতিতে থাকলেও সত্যেনের বক্তব্য, সন্ত্রাসবাদের কোনো ধর্ম হয় না। তারা মানুষের শত্রু, মানবতার শত্রু। শুধু ভারতীয় নয়, জঙ্গিদের জন্য ক্ষতি হচ্ছে বহু পাকিস্তানিরও। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ ওদেশেও কম নেই। তাঁরাও নিশ্চয়ই যুদ্ধ চান না। তাই নিজের রিকশাকে সঙ্গী করেই ২০৭৭ কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিতে প্রস্তুত সত্যেন। শান্তির বার্তা নিয়ে তিনি যাবেন লাহোরে।

পুলওয়ামায় ভয়াবহ আত্মঘাতী জঙ্গি হামলার পরই সত্যেন দাস রিকশা চালিয়ে পাকিস্তানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সরকার বা বিরোধীরা যখন ব্যস্ত যুদ্ধকে রাজনীতির হাতিয়ার করতে তখন সত্যেনের চিন্তায় শান্তির বার্তা। আবার বিসিসিআই যখন বিশ্বযুদ্ধ (ক্রিকেট বিশ্বকাপ) থেকে পাকিস্তানকে হটাতে চায়, তখন এই রিকশাচালক চান মাঠেই হোক যোগ্য জবাব। তাঁর এই সংকল্পে পাশে দাঁড়িয়েছে নাকতলা অগ্রদূত সংঘ, জুনিয়ার মোহনবাগান ক্লাব, চম্পাহাটির মুক্ত সংঘ, কালিকাপুরের নাট্য সংস্থা উন্মেষ এবং তাঁর অনেক বন্ধু এবং শুভাকাঙ্ক্ষী। তাঁদের সাহায্যে তিনি সাইকেল রিকশায় পাড়ি দেবেন পাকিস্তানে। এর আগে অবশ্য রিকশা চালিয়ে লাদাখ গিয়েছেন তিনি। স্ত্রী–কন্যা নিয়ে গিয়েছেন পুরীতেও। তবে এবার আর শখ পূরণ নয়, দুই দেশকে শান্তির বার্তা দিতেই পথে সত্যেন।

৪২ আসনেই প্রার্থী

কলকাতা, ১৩ মার্চ (সংবাদ) ঃ বামেদের সঙ্গে কংগ্রেসের আসনবণ্টন নিয়ে জট কাটল না বুধবারও। ফলে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করতে পারলেন না বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। মূলত পুরুলিয়া আসনটি নিয়ে এখনও জট রয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস পুরুলিয়া ও বসিরহাট কেন্দ্রে প্রার্থী দিতে চায়। দীর্ঘদিন ধরে পুরুলিয়া কেন্দ্র ফরওয়ার্ড ব্লকের দখলে, আর বসিরহাটে সিপিআই। তারা কোনোমতেই ওই দুই আসন কংগ্রেসকে ছাড়তে নারাজ। এদিনও টানা ৩ ঘণ্টা চলে বামফ্রন্টের বৈঠক। কিন্তু কোনো রফাসূত্র না মেলায় এদিনও প্রকাশিত হল না ফ্রন্টের প্রার্থী তালিকা।

অপরদিকে এদিন রাজ্যের ৪২টি সহ দেশে ১২২টি কেন্দ্রের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)। এদিন কলকাতা দলীয় দপ্তরে দলের সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ জানান, এরাজ্যের ৪২টি কেন্দ্রের পাশাপাশি তাঁরা অসমে ৬টি, অন্ধ্রপ্রদেশে ২টি, আন্দামানে ১টি, বিহারে ৮টি, ছত্তিশগড়ে ৩টি, দিল্লিতে ২টি, হরিয়ানায় ৪টি, ঝাড়খণ্ডে ৫টি, কর্ণাটকে ৮টি, কেরলে ৯টি, মধ্যপ্রদেশে ৩টি, মহারাষ্ট্রে ১টি, ওড়িশায় ৮টি, পুদুচেরি, পঞ্জাব ও রাজস্থানে ১টি করে, তামিলনাড়ুতে ৪টি, তেলেঙ্গানায় ২টি, ত্রিপুরা ও উত্তরাখণ্ডে ১ টি করে এবং উত্তরপ্রদেশে ৪টি আসনে প্রার্থী দিচ্ছেন।

অস্ত্র উদ্ধার

পুরুলিয়া ১৩ মার্চ ঃ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই পুরুলিয়ার ঝাড়খণ্ড সীমান্ত এলাকায় নজরদারি শুরু করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে জেলার বলরামপুর থানা এলাকার কোরানি মোড়ে অভিযান চালায় পুলিশ। এসময় একটি বড়ো থলেতে করে অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছিল দুই দুষ্কৃতী। তাদের তাড়া করে অস্ত্র সমেত একজনকে ধরে ফেলে পুলিশ। আরেকজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ধৃতের কাছ থেকে চারটি বন্দুক ছাড়াও একটি ওয়ান শটার পাইপগান উদ্ধার হয়। এছাড়াও উদ্ধার হয় চার রাউন্ড গুলি। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, অস্ত্রগুলি বিক্রি করার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল তারা। ধৃত দুষ্কৃতীর নাম অধীর সিং সর্দার বলে জানা গিয়েছে। তার বাড়ি বলরামপুর থানার লক্ষ্মণডিতে। পলাতক দুষ্কৃতীর নাম মধু সিং সর্দার। সে এই এলাকারই দাতিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। সাংবাদিক সম্মেলন করে এই তথ্য জানিয়ে পুরুলিয়ার ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার্স) বিদ্যুৎ তরফদার বলেন, ‘কী উদ্দেশ্যে এই অস্ত্র জড়ো করা হচ্ছিল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’

ছাই ১৫ দোকান

কলকাতা, ১৩ মার্চ (সংবাদ) ঃ বুধবার ভোরে উত্তর ২৪ পরগনার বাগুইআটি থানার জগৎপুর খালের ধারে একটি অস্থায়ী বাজারে আগুনে ছাই হয়ে যায় ১৫টি দোকান। দোকানগুলিতে প্রচুর দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের আটটি ইঞ্জিনের ২ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

এদিন ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ কেষ্টপুর লাগোয়া জগৎপুর খালের পাশে ওই অস্থায়ী দোকানগুলিতে হঠাৎ আগুন লাগে। সেসময় দোকানের মধ্যেই ঘুমোচ্ছিলেন অনেকে। তাঁদের চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে তাঁদের উদ্ধার করেন। আগুন নেভানোর কাজে তাঁরাই হাত লাগান। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় প্রথমে দমকলের পক্ষে আগুন নেভাতে অসুবিধা হয়। একজন দমকলকর্মী আহত হয়েছেন। আগুনে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে ব্যবসায়ীদের দাবি।

খুন করে লুঠ

কলকাতা, ১৩ মার্চ (সংবাদ) ঃ নগদ ৭২ হাজার টাকা লুঠ করে গৃহবধূকে খুন করে পালাল দুষ্কৃতীরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার পারুলিয়া কোস্টাল থানার ভূষণ গ্রামে ওই ঘটনায় মৃতার নাম বেগম বিবি (৩৬)।

বেগম বিবির স্বামী মোস্তাকিন জমাদারের দাবি, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিনি বাজারে গেলে দুষ্কৃতীরা হানা দেয় তাঁর বাড়িতে। ঘরে রাখা নগদ ৭২ হাজার টাকা লুঠ করে। বাধা দিতে গেলে বেগমকে খুন করে সিলিংয়ে ঝুলিয়ে রেখে পালায় দুষ্কৃতীরা। মোস্তাকিন আরও জানান, তিনি ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ওলট–পালট দেখতে পান।

ওই ঘটনায় পরিচিত কারও যোগসাজশ রয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ মনে করছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বাড়ির কাছাকাছি সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের খুঁজে বের করার দাবি জানান। এখনও পর্যন্ত ওই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করেনি পুলিশ।

পড়ুয়াদের বিক্ষোভ

আসানসোল, ১৩ মার্চ ঃ আসানসোলে কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়ানোর জন্য বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার কোনো অনুমোদনই নেই, অথচ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দুর্গাপুরের দুটি বেসরকারি কলেজে ছাত্রছাত্রীদের আইন বিভাগে ভরতি করা হয়েছে। অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুমোদনের ব্যবস্থা করার দাবিতে বুধবার কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখালেন দুর্গাপুরের ওই দুটি কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পরও উপাচার্য সাধন চক্রবর্তী এদিন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আসেননি বলে অভিযোগ। ঘণ্টা চারেক বিক্ষোভ দেখানোর পর বিকাল চারটের পরে পড়ুয়ারা জোর করে গেট খুলে ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ আসে ঘটনাস্থলে। পুলিশ পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলে। পরে পুলিশই পড়ুয়াদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত উপাচার্য পড়ুয়াদের সঙ্গে আলোচনায় বসে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

শনিবার আসছেন নির্বাচন কমিশনের কর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ রাজ্যের নির্বাচনপূর্ব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় উপমুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুদীপ জৈন কলকাতায় আসছেন। শনিবার রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির চাপানউতোর এখন তুঙ্গে। রাজ্যের সব বুথকে স্পর্শকাতর ঘোষণার দাবিতে বুধবার দিল্লিতে বিজেপির এক প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনে দরবার করেছেন। যার তীব্র সমালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এই বাতাবরণে শনিবার কেন্দ্রীয় উপমুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কলকাতা সফর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

রাজ্যের অতিরিক্ত নির্বাচন আধিকারিক সঞ্জয় বসু জানিয়েছেন, শনিবার কেন্দ্রীয় উপমুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুদীপ জৈন তিনটি বৈঠক করবেন। প্রথমে তিনি সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। সকাল ১১.৩০টা থেকে ১টা অবধি বৈঠক হবে। দ্বিতীয় দফায় দুপুর ২টো থেকে এক ঘণ্টা তিনি সব জেলাশাসক (যাঁরা রিটার্নিং অফিসারও) জেলাগুলির নির্বাচনি আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং সেখানে সব জেলার পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনারেটগুলির কমিশনারও উপস্থিত থাকবেন। তৃতীয় ও শেষ বৈঠকটি হবে রাজ্যের মুখ্যসচিব, রাজ্য পুলিশের অধিকর্তা প্রমুখর সঙ্গে। মূলত রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা, নির্বাচনি আচরণবিধির ঠিকমতো প্রয়োগ ইত্যাদি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে। রাজনৈতিক দলগুলির বক্তব্যও তিনি শুনবেন।

রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় বিশেষ নজর দিচ্ছে রাজ্য নির্বাচন দপ্তর। বিশেষত প্রতিবেশী বাংলাদেশ, ভুটান থেকে এরাজ্যে যাতে কেউ না আসেন, তার উপর নজর রাখা হচ্ছে। ১১ এপ্রিল প্রথম দফার নির্বাচন হবে উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে। দুই জেলার সীমান্তে আছে দুই দেশ। বিশেষত, ভুটান থেকে চোরাপথে ভুটানি মদ প্রবেশ নিয়ে উদ্‌বিগ্ন স্থানীয় প্রশাসন। এই সব নিয়ে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নির্বাচন দপ্তরের সি–ভিজিল অ্যাপ ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলে সাড়া জাগিয়েছে। অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক সঞ্জয় বসু জানিয়েছেন, এখনও অবধি ১৮৩টি অভিযোগ জমা পড়েছে। মূলত নির্বাচনি আচরণবিধি নিয়ে অভিযোগ বেশি। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ৪৭টি অভিযোগের ফয়সালা করেছে। রাজ্য নির্বাচন দপ্তর ৫৬টি অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে মনে করছে। ৪৮টি অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নির্বাচনি কাজে ব্যবহৃত ইভিএম ও ভিভিপ্যাটগুলিও খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে বলে সঞ্জয় বসু জানান। এইদিন দার্জিলিং ও আলিপুরদুয়ারে রিটার্নিং আধিকারিকরা তা খতিয়ে দেখেন।

কংগ্রেসের দাবি ঃ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্রর নেতৃত্বে কংগ্রেসের এক প্রতিনিধিদল বুধবার সন্ধ্যায় নির্বাচন দপ্তরে যায়। রাজ্যে নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ করার দাবিতে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক আরিজ আফতাবের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে। নির্বাচনের আগে ও পরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর তদারকি দাবি করেন তাঁরা। রাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যে বিভিন্ন এলাকায় হিংসা ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ করে কংগ্রেস।

থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুকে ভুল রক্ত

বর্ধমান, ১৩ মার্চ ঃ থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুকে ভুল রক্ত দেওয়া হল। সেই রক্ত শরীরে যেতেই অসুস্থ হয়ে পড়ে শিশুটি। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুকে ভুল রক্ত দেওয়ার ঘটনায় কাটোয়া ব্লাড ব্যাংকের মেডিকেল অফিসারের কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন হাসপাতালের কর্তারা। কাটোয়া মহকুমা হাসপাতাল সুপার চিকিৎসক রতন শাসমল বলেন, ‘এটি মারাত্মক ভুল। ব্লাড ব্যাংকের মেডিকেল অফিসারকে তিনদিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। কর্তব্যরত নার্সের গাফিলতিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্লাড ব্যাংকের মেডিকেল অফিসার রিপোর্ট জমা দিতে না পারলে বিভাগীয় তদন্তের রিপোর্টকেই চূড়ান্ত ধরে নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

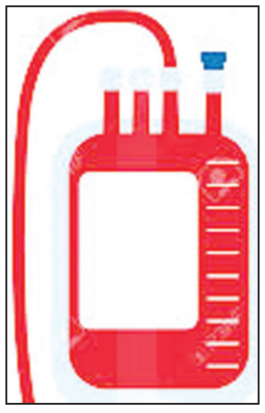

এই অভিযোগ সামনে আসতেই তোলপাড় পড়ে যায় কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে। হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের মেডিকেল অফিসার বাণীব্রত আচার্য সংবাদমাধ্যমের কাছে এদিন নিজের ভুলের কথা স্বীকার করে নেন। তিনি জানান, এরকম ভুল যাতে আর কোনোদিন না হয় সে ব্যাপারে তিনি সজাগ থাকবেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ওই শিশুটির বাড়ি মুর্শিদাবাদের শক্তিপুর থানার নারকেলডাঙ্গা এলাকায়। তার অবিভাবকরা মঙ্গলবার দুপুরে তাকে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালের শিশু বিভাগে ভরতি করান। রক্তপরীক্ষা করার পর ওইদিন সন্ধ্যায় কাটোয়া হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক থেকে তার জন্য এক প্যাকেট রক্ত দেওয়া হয়। শিশুর রক্তের গ্রুপ ‘ও’ পজিটিভ হওয়া সত্ত্বেও ব্লাড ব্যাংক থেকে তার জন্য দেওয়া হয় এক প্যাকেট ‘এ’ পজিটিভ গ্রুপের রক্ত। সেই ভুল গ্রুপের রক্ত কর্তব্যরত নার্স শিশুটির শরীরে দেওয়া শুরু করে দেন। শিশুটির বাবা সেই সময়ে ছেলের কাছেই ছিলেন। রক্তের প্যাকেটের দিকে চোখ পড়তেই তিনি আঁতকে ওঠেন। দেখেন ভুল গ্রুপের রক্ত ছেলের শরীরে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেকথা হাসপাতালে কর্তব্যরত নার্সদের জানান। অভিযোগ, প্রথমে বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। শিশুটির বাবা বলেন, ‘এরপর আমি চিৎকার শুরু করতেই ওই প্যাকেটের রক্ত দেওয়া বন্ধ হয়।’

রাতেই হাসপাতাল সুপার চিকিৎসক রতন শাসমল এই ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করতে তদন্তের নির্দেশ দেন। অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে বিভাগীয় তদন্তও শুরু করে দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতাল সুপার রতন শাসমল জানিয়েছেন, শিশুটি এখন সুস্থ আছে। তাকে হাসপাতালেই পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

বীরভূমে নাকা চেকিং

দুবরাজপুর, ১৩ মার্চ ঃ ভোটের আগে নজরদারি বাড়াতে তৎপর বীরভূম জেলা প্রশাসন। সিসিটিভি ক্যামেরা তো বসেছেই, সেই সঙ্গে প্রতিটি রাস্তার সংযোগস্থলে বাড়ানো হয়েছে নাকা চেকিং। বুধবার বীরভূমের খয়রাশোল ও দুবরাজপুর সীমান্তের সারিবাগান মোড়ে দুবরাজপুর থানার ওসি দেবব্রত সিনহা, জেলার এনফোর্সমেন্ট বিভাগের ইনস্পেকটর তীর্থঙ্কর মুখোপাধ্যায় বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে প্রতিটি যানবাহনে তল্লাশি চালান। নজরদারি ঠিকমতো হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে দুবরাজপুর, খয়রাশোল, কাঁকড়তলা, লোকপুর সহ বেশ কয়েকটি থানা এলাকা পরিদর্শন করেন জেলা এনফোর্সমেন্ট বিভাগের ইনস্পেকটর তীর্থঙ্কর মুখোপাধ্যায়। পরিদর্শন রিপোর্ট বীরভূম জেলা পুলিশ সুপারের কাছে জমা দেবেন বলে তিনি জানান।

ইলামবাজার থানার অজয় নদের জয়দেব ফেরিঘাটে বীরভূম সীমান্তে বসেছে সিসিটিভি ক্যামেরা। পুলিশ সূত্রে খবর, সবরকম অবস্থার মোকাবিলা করতেই বালির বস্তা দিয়ে বাংকার তৈরি করা হয়েছে। বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে চলছে নাকা চেকিংয়ের কাজ। তদারকি করছেন ইলামবাজার থানার ওসি শেখ মহম্মদ আলি এবং জয়দেব ফাঁড়ির আধিকারিকরা।

এবিষয়ে খয়রাশোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্যামল গায়েন বলেন, ‘ভোটের দিন ঘোষণা হতেই পুরো এলাকাকে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলার কাজ শুরু করেছে।’ বীরভূম জেলার পুলিশ সুপার শ্যাম সিং বলেন, ‘জেলায় বিশেষ বিশেষ জায়গাজুড়ে নজরদারি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। চলছে নাকা চেকিং।’

সীমান্তবর্তী এলাকায় যানবাহন থামিয়ে চলছে তল্লাশি।– সংবাদচিত্র